‘পৈশাচিক’ হামলার কারণ জানালেন মিডফোর্ড সোহাগ হত্যা মামলার মূল আসামি মহিন

মূল আসামি মাহিন: সংগৃহীত ছবি

রাজধানীর মিটফোর্ড হাসপাতালে ভাঙাড়ি ব্যবসায়ী মো. সোহাগ হত্যা মামলায় প্রধান অভিযুক্ত মাহমুদুল হাসান মহিন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। তিনি দাবি করেন, পূর্ব রাজনৈতিক বৈষম্য ও ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিরোধ থেকেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। আদালত তার জবানবন্দি রেকর্ড করে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

পুরান ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় ভাঙাড়ি ব্যবসা নিয়ে দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্বের জেরে গত ৯ জুলাই নির্মমভাবে খুন হন লাল চাঁদ ওরফে মো. সোহাগ নামে এক ব্যবসায়ী। তার বিরুদ্ধে হত্যা মামলার প্রধান আসামি মাহমুদুল হাসান মহিন অবশেষে আদালতে ১৬৪ ধারায় নিজের সংশ্লিষ্টতার কথা স্বীকার করেছেন।

২০শে জুলাই (রোববার) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাহবুবুর রহমানের আদালতে দেওয়া জবানবন্দিতে মহিন বলেন, তিনি এবং তার সহযোগীরা মূলত সোহাগকে ব্যবসা ছাড়ার জন্য ভয় দেখাতে গিয়েছিলেন। তবে সোহাগ তাতে রাজি না হয়ে উল্টো রেগে যান। সেই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতেই তারা সোহাগের ওপর হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করেন।

মহিন আরও জানান, আওয়ামী লীগের গত সরকার আমল থেকেই সোহাগ এলাকাটির ভাঙাড়ি ব্যবসা একচ্ছত্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন। এ সময় মহিন ও তার সহযোগীরা ক্ষমতার বাইরে থাকায় ব্যবসা করতে পারেননি। সোহাগ নাকি বারবার রাজনৈতিক সংযোগ ব্যবহার করে তাদের দমন করতেন, এমনকি কয়েকবার মারধরের শিকারও হন বলে অভিযোগ মহিনের।

সরকার পরিবর্তনের পর তারা ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ ফেরত নিতে উদ্যোগ নেন। বারবার চাপ দেওয়ার পরও সোহাগ পিছু না হটায় ৯ জুলাইয়ের ওইদিন তারা শেষবারের মতো হুমকি দিতে যান। কিন্তু পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় হত্যাকাণ্ড ঘটে যায়।

জবানবন্দিতে মহিন আরও উল্লেখ করেন, অতীতের দুঃসহ অভিজ্ঞতা থেকে পুঞ্জীভূত রাগ থেকেই তারা সোহাগের মরদেহে নির্মম নির্যাতন চালান।

রিমান্ড শেষে দ্বিতীয় দফায় আদালতে হাজির করা হলে মহিন স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরে তদন্ত কর্মকর্তা ও কোতোয়ালি থানার ওসি মো. মনিরুজ্জামান আদালতে জবানবন্দি রেকর্ডের আবেদন করলে বিচারক তা মঞ্জুর করেন।

এ মামলায় এরই মধ্যে নয়জন আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাদের মধ্যে মাহমুদুল হাসান মহিন, টিটু গাজী, লম্বা মনির, সজীব ব্যাপারীসহ কয়েকজন আসামি ইতোমধ্যেই আদালতে দোষ স্বীকার করেছেন। বাকিদের রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ৯ জুলাই সন্ধ্যায় স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রধান ফটকের সামনে সোহাগকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে, পিটিয়ে এবং মাথায় পাথর দিয়ে থেঁতলে হত্যা করা হয়। নিহত সোহাগ কেরানীগঞ্জের পূর্ব নামাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। তিনি রানী ঘোষ লেনে দীর্ঘদিন ধরে ভাঙাড়ি ব্যবসা করতেন। তার বড় বোন কোতোয়ালি থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন, পাশাপাশি পুলিশও অস্ত্র আইনে

পৃথক মামলা করে।

LENS ASIA